আলমডাঙ্গায় করোনা উপসর্গে আরও একজনের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় করোনায় পাঁচজন মারা গেলেন।

নিহত আনজের আলী (৬৫) আলমডাঙ্গার কুমারী ইউনিয়নের দূর্গাপুর গ্রামের মৃত মোহাম্মদ আলীর ছেলে। তিনি বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। গত পরশু তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল।

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়া উদ্দিন জানান, মৃত আনজের আলী করোনা উপসর্গ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। রাতে তিনি মারা যান। তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

দূর্গাপুর গ্রামে ইসলামী ফাউন্ডেশনের উদ্যেগে সরকারি নিয়ম মেনে তাকে সমাধিস্থ করা হবে বলে তিনি জানান।

হাটুপানিতে বিদ্যালয়, চরম দুর্ভোগে ৯টি পরিবার

গত ২৫ দিনেরও বেশি সময় ধরে বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ আশেপাশের ৯টি পরিবারের অন্তত অর্ধশতাধিক মানুষ পানি বন্দি হয়ে পড়েছে। বসত বাড়ির আঙ্গিনা ডুবে থাকায় স্বাভাবিক চলাচলেও ঘটছে ব্যাঘাত। বড়দের চেয়ে বেশি বিপাকে পরিবার গুলোর শিশু সদস্যরা।

ইচ্ছা করলেই ঘর থেকে নামতে পারছে না। পানি বন্দি পরিবার গুলোর ভোগান্তি দুর করতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি দ্রুত পানি নিষ্কাসনের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলেও

বাধ সাধছে বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ।

মেহেরপুর জেলায় বন্যার প্রভাব না থাকলেও অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারে স্বাভাবিক বৃষ্টিú◌াতের চেয়ে কয়েক গুন বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ায় বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা । গাংনী উপজেলার ৩০ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির চর্তুরদিকে এখন হাটুপানিতে থৈ থৈ করছে। এভাবে বৃষ্টিপাত হতে থাকলে পানি উঠে যাবে স্কুলের মেঝেতে। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় দীর্ঘায়িত হচ্ছে জলাবদ্ধতা ।

পানিবন্দি পরিবার গুলো মুক্তিচান জলাবদ্ধতা থেকে। সড়কের পাশ দিয়ে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না রেখে অপরিকল্পিতভাবে মার্কেট নির্মান করে সামনের জায়গা ভরাট করে রাখায় পানি বের হচ্ছে না। ভুক্তভোগী পরিবার গুলোর পয়নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নত না থাকায় সেগুলো ডুবে গিয়ে ময়লা বের হয়ে মিশে গেছে পানিতে। যার ফলে পানিবাহিত রোগে অনেকের পায়ে ক্ষত সৃষ্টি হচ্ছে।

পানি বন্দি হয়ে পড়া গৃহিণী রোকেয়া বলেন, এতদিন হয়ে গেল আমাদের যে কষ্ট তা কেউ দেখেনি বাধ্য হয়ে এই হাটু পানির মধ্যেই চলাফেরা করতে হচ্ছে।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলমের নির্দেশে বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সহ আশেপাশের পানি নিষ্কাশনের জন্য গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরির্দশন করে পানি নিষ্কাশনের জন্য ভুক্তভোগীর নির্দেশ প্রদান করেন। সে অনুযায়ী ভুক্তভোগীরা নিজ অর্থায়নে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা করে। কিন্তুু বাধ সাধে বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ।

এ বিষয়ে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, স্কুল মার্কেটের সামনে দিয়ে ড্রেন করে পানি বের করলে চরম ক্ষতি হয়ে যাবে। তাহলে কি মানুষ পানি বন্ধি হয়ে থাকবে? এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন পানিতে ডুবলে আমার কিছুই করার নেই আমি মার্কেটের সামনে দিয়ে পানি বের হতে দেব না।

বিষয়টি তাৎক্ষণিক জেলা প্রশাসককে অবহিত করা হলে তিনি বলেন, সকলের সমন্বয়ে জলাবদ্ধতা নিরসন করা হবে।

গাংনীতে মেয়েকে উত্ত্যক্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দেওয়ায় পিতাকে জখম

মেয়েকে উত্যাক্ত করার প্রতিবাদ ও থানায় অভিযোগ দেওয়ার অপরাধে সেলিম হোসেন নামের এক গ্রাম্য ডাক্তার ও তার ভাই মিলে মেয়ের পিতা আব্দুল মান্নানকে হামলা করে রক্তাক্ত জখম করেছে। আহত আব্দুল মান্নান এখন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মূমূর্ষ অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
আজ শুক্রবার (৮ জুলাই) রাত ৮টার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামে।
স্থানীয়রা জানান, সাইকেল মিস্ত্রি আব্দুল মান্নানের মেয়ে দুবাই প্রবাসীর স্ত্রীকে মোবাইল ফোনে উত্যেক্ত করে অসছেন একই গ্রামের ফরমান আলীর ছেলে গ্রাম্য ডাক্তার সেলিম হোসেন। ঈদের দিনগত রাতে ওই নারীর কাছে জোর করে যাওয়ার চেষ্টা করে সেলিম হোসেন। এঘটনায় মেয়ের পরিবারের লোকজন তাকে মারধর করে। এনিয়ে সেলিম ডাক্তার ও তার লোকজন মেয়ের পিতা আব্দুল মান্নানকে নানাভাবে হুমকী ধামকী দিয়ে আসছিল। এঘটনায় আব্দুল মান্নান আজ শুক্রবার বিকালে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। এখবর পাওয়ার পর সেলিম হোসেন তার অপর দুই সঙ্গী একই গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে সাহাবুল ইসলাম ও আরমান আলীর ছেলে ওয়াসিম হোসনে ধারালো অস্ত্র নিয়ে আব্দুল মান্নানের উপর হামলা চালায়। আব্দুলৈ মান্নানের মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপালে তার মাথা দুই ভাগ হয়ে গেছে। পরিবারের লোকজন তাকে প্রথমে গাংনী উপজেলা হাসপাতালে ও পরে তার অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্রের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার এমকে রেজা জানান, তার মাথার মাঝখান থেকে ভাগ হয়ে গেছে। অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।
গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর এলাকায় শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে উভয় পরিবারকে শান্ত থাকার

পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্পকে বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মিমাংশার নির্দশ দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে পৌঁছালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

সংক্ষিপ্ত সফরে মেহেরপুরে পৌছেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। শুক্রবার রাত সাড়ে আটটার দিকে মেহেরপুর সার্কিট হাউসে এসে পৌছান।

এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচছা জানান জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান ও পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী। উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম।

পরে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর পক্ষে ফুলেল শুভেচছা জানান, জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, অধ্যাপক হাসানুজ্জামান মালেক ।

শনিবার সকালে তিনি মুজিবনগর পরিদর্শন করবেন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে নতুন করে ১৪ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে আরো ১৪ জন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে সদর উপজেলায় ১১জন এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৩ জন।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা। নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ৩২টি। এর মধ্যে ১৪ টি পজিটিভ (সদর-১১, মুজিবনগর -৩), বাকিগুলো নেগেটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ২৬১০টি।

বিভিন্ন ভাবে পাওয়া আক্রান্তদের পরিচয়- মেহেরপুর শহরের তাঁতীপাড়ার শারমিন, ফারহানা, হাসিবুল,ফাতেমা, আহসান, গড়পাড়ার রিমা, ঘোষপাড়ার নজরুল, পৌর ঈদগাহ পাড়ার কলিমউদ্দিন, আবদুল্লাহ। মুজিবনগর হাসপাতালের প্রধান সহকারি হাসান আহমেদ, সহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার সাইফুল ইসলাম, মোনাখালী গ্রামের খাদিজা খাতুন।

মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা বর্তমানে ৮৭ (সদর-৪৪, গাংনী- ২৯, মুজিবনগর -১৪) জন। মৃত্যু – ৭ জন (সদর-৩, গাংনী- ৩, মুজিবনগর -১), সুস্থ্য= ১৩০ জন(সদর-৬৯, গাংনী -৫০, মুজিবনগর-১১), ট্রান্সফার্ড- ২০জন (সদর-১৩, গাংনী-৭)। আক্রান্তদের পরিচয় জানা মাত্রই আপডেট করা হবে।

গাংনীর গাঁড়াবাড়িয়াতে জোর করে জমি দখলের অভিযোগ

মেহেরপুর জেলার গাংনীতে ঘরবাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশির উপর। সেই সাথে রান্নাঘর, গোয়ালঘর ভেঙে জোর করে জমি দখল করে ঘিরে রেখেছে প্রতিপক্ষরা। শুক্রবার সকালে গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়ীয়া গ্রামের হলদে পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

জানাযায়, গাড়াবড়িয়া গ্রামের মৃত সাবের মন্ডলের সাথে প্রায় ৫০ বছর আগে ৪ শতক জমি কেনেন একই গ্রামের হবিবুর রহমান। কিন্তু কয়েক বছর ধরে সাবের মন্ডলের ছেলে ইসমাইল এই জমি দাবি করে আসছে। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার সালিস বৈঠকও বসে কিন্তু কোন মিমাংসা হয়নি।

এ বিষয়ে হবিবরের বড় ছেলে আলমগীর হোসেন জানান আমাদের ৪.০০ শতক জমির উপরেই রান্না ঘর সহ গোয়ালঘর আছে কিন্তু তরা গায়ের জোরে আমাদের এই ঘরবাড়ি ভেঙে দখল করেছেন।

আলমগীর হোসেনের স্ত্রী যুথি খাতুন জানান আমার দাদা শশুর ১৯৭২ সালে এই জমি কেনে ৬০ বছর আগে আমরা তখন থেকে বাস করে আসছি এ জমি নিয়ে কোটে এবং মউকে কেস করাও হয়েছিলো তারাও রায় দিয়েছেন। এবং দুই দিন আগে থানায় অভিযোগ করেছিলাম তারাও বলেছে তোমাদের ৪.০০ শতক জমির উপর কর্যক্রম চলি যাবেন তাই আমরা বাড়ির পাশে প্রাচীর দিয়েছি এবার সামনে দিবো এমন সময় তারা আমাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করেন।

এ বিষয়ে ইসমাইল হোসেন জানান, সমাজের মানুষ নিয়ে বসা হলেও তারা সমাজ মানে নি। এ বিষয়ে থানা তে অভিযোগ করা হয়েছিলো। এখানে গাংনী থানার একটি দল সরজমিনে এসে দেখে গিয়েছেন তবুও কোন সমাধান আসেনি।

মেপ্র/এমএফআর

এখন ছোট চোরকে ধরতে বড় চোরের সম্মতি নিতে হবে: হাবিব উন নবী সোহেল

সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে অভিযানের আগে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতির বিষয়টিকে ‘ছোট চোর ধরতে বড় চোরের সম্মতি’র সঙ্গে তুলনা করেছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল।

শুক্রবার দুপুরে এক স্মরণ সভায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির এই সভাপতি বলেন, ‌‌রাতের অন্ধকারে জনগণের ভৌতিক ভোটের বাক্স চুরি করে যারা ক্ষমতায় বসেছেন কত নির্লজ্জ তারা দেখেন, এই করোনার মহামারির সময়েও তারা আইন করেছেন যে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন জেলায় যেসব হাসপাতাল আছে, সেখানের চোরগুলোকে ধরতে হলে সেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হবে। অর্থাৎ ছোট চোরকে ধরতে হলে বড় চোরের অনুমতি নিতে হবে।

নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচতলায় ‘গণতন্ত্র

পুনরুদ্ধার আন্দোলন’ নামক সংগঠনের উদ্যোগে সদ্য প্রয়াত জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিউল বারী বাবু ও বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল আউয়াল খানের স্মরণে এই দোয়া ও আলোচনা সভা হয়।

আলোচনা সভার পর বিশেষ মোনাজাত করেন উলামা দলের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ মাওলানা নজরুল ইসলাম তালুকদার।

শফিউল বারী বাবুকে স্মরণ করে বিএনপি যুগ্ম মহাসচিব আরও বলেন, এমনি একটি লুটেরা সরকারের বিরুদ্ধে যে লড়াই অসমাপ্ত রেখে গেছেন শফিউল বারী বাবু, সেই লড়াইকে আমরা যারা তার সহযোদ্ধারা আছি-এক এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করে এই সরকারের পতন ঘটাবো এবং শফিউল বারী বাবু ও আবদুল আউয়াল খানের অসমাপ্ত লড়াইকে সমাপ্ত করেই আমরা তাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাবো।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

সরকার পরিকল্পিতভাবে চামড়া শিল্পকে ধ্বংস করছে : রিজভী

সরকার অন্য কোন দেশের চামড়া শিল্প বিকাশ সাধনের জন্য নিজ দেশের চামড়া শিল্পকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ। আজ শুক্রবার সকালে কুড়িগ্রামে তার নিজ বাসভবন থেকে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী আহমেদ বলেন, যে সরকার দিনের বেলা ভোট করতে ভয় পায়, রাতের বেলা ভোট করে সে সরকার মানুষের কল্যাণে কাজ করবেনা সেটাই স্বাভাবিক। এবার আমরা দেখেছি কোরবানির চামড়া নিয়ে তেলেসমাতি। কোরবানির পশুর চামড়া বিক্রি না হওয়ায় আবারও প্রমাণিত হয়েছে এই সরকার গরিব অসহায় এতিমদের পিষে মারছে।

সরকার ট্যানারি মালিকদের কোনো রকম সহযোগিতা করনি। ঋণ না

দেওয়ায় ট্যানারি মালিকরা চামড়া ক্রয় করেনি। সরকার পরিকল্পিতভাবে চামড়ার শিল্পকে ধ্বংস করছে। এর উদ্দেশ্য হল অন্য কাউকে, অন্য কোন দেশকে চামড়া শিল্প বিকাশ সাধনের জন্য দেশের চামড়া শিল্পকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, মানুষ চামড়া বিক্রি করতে না পেরে নদীতে, রাস্তায়, বা মাটির নিচে পুঁতে রাখছে। প্রতি বছর কোরবানির পশুর চামড়া বিক্রি করে গরিব এতিমদের খরচ জোগানো হত। এবার তা হয়নি। গরিব অসহায়দের বঞ্চিত করা হয়েছে । তাদের হক আদায় করা হয়নি। সরকারের গণবিরোধী নীতির কারণেই চামড়া শিল্প ধ্বংস হচ্ছে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

মুজিবনগরে জমিজমা সংক্রান্ত হামলার ঘটনায় মামলা দায়ের

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সরকারি বরাদ্ধ কৃত খাস জমি জোর পূর্বক দখল নিতে বর্গাচাষিকে রক্তাক্ত জখম করায় মামলা দায়ের করেছে জমির বর্গাচাষী ঈসরাফিল শেখ গতকাল মেহেরপুর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আমলী আদালতে এ মামলা দায়ের করেন তিনি।

বাংলাদেশ পেনাল কোড অনুযায়ী ৪৪৭/৩২৪/৩২৬/৪২৭/৩০৭ ও ৫০৬ ধারায় সিরাজ,রমজান পিতা মৃত হামিউজুদ্দীন, সেলিম পিতা সিরাজ, গ্রাম সোনাপুর ইব্রী খরসানি,আজমত খরসানি,আ:মজিদ পিতা মৃত ঠান্ডু খরসানি, আকবর পিতা ঠান্ডু গ্রাম মাঝপাড়া মুজিবনগর মেহেরপুর ৭ জনের নামে মামলা দায়ের করেছে উক্ত মামলায় মাঝপাড়া গ্রামের ৮ জনকে ঘটনটর সাক্ষী হিসাবে দেখানো হয়েছে।

বাদি ঈসরাফিল জানান খাস জমির দাতা হিসাবে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মুজিবনগর সহকারি কমিশনার (ভূমি) মাঝপাড়া মৌজার ১ নং খতিয়ানে ৬১৬ দাগে ০.০৯০০ একর জমি আমার বোন আসমা খাতুন এর নামে এবং একই খতিয়ানে ও দাগে ০.১০০০ একর জমি আমার বড় ভাবি সাহিদা খাতুন কে জমিটি ৯৯ বছরের জন্য ১১/০৪/১৭ সালে

মুজিবনগর সাব রেজিস্টার সাদিকুল ইসলাম তালুকদার ও মুজিবনগর উপজেলার সাবেক নিবাহী অফিসার সহকারি কমিশনার ভূমি হেমায়েত উদ্দীন, রেজিস্ট্রেশন করে দেয়।

পরে আসমা খাতুন ও সাহিদা খাতুন রেজিস্ট্রেশন কৃত জমি নিজ নিজ নামে নামে ১১/০৯/১৭ সালে নাম খারিজ করে নেই যার হোল্ডিং নং ৮২৫ ও ৮২৬ বাদি ঈসরাফিল তার আরজিতে উল্লেখ করেছেন যে আসামিগন দুর্দান্ত,দুর্ধর্ষ,দাঙ্গাবাজ,খুনি প্রকৃতির উক্ত জমি নিয়ে আসামিদের সাথে তাদের পৃর্বের বিরোধ রয়েছে উক্ত জমি তিনি দীর্ঘ ৪০/৪৫ বছর যাবৎ তার পিতার আমল থেকে ভোগ দখল করে আসছে।

ঘটনার দিন সে ও তার ছেলে জমিতে রোপন কৃত সিম ও পটল গাছে সেচ দিচ্ছিল এ সময় আসামীগন জমিটি জোর পৃর্বক দখল করার জন্য আমাদের উপর হামলা করে এবং আমাকে খুন করার উদ্যেশ্যে আসামী সিরাজ হাত থাকা ফালা দিয়ে আমার পেট ও বুকের মাঝে আঘাত করে মারাত্মক জখম করে এবং রমজান লোহার রড দিয়ে বাম হাতে আঘাত করে এতে আমার বাম হাতের হাড় ভেঙ্গে যায় আমার ছেলে মফিজুল আমাকে বাঁচতে আসলে ১/২/৩ আসামী লোহার সাবল দিয়ে মাথায় আঘাত করে।

মফিজুলের চিৎকার শুনে আমার ভাই ছুটে আসলে আসামীরা আমার ভাইকেও লোহার রড ও লাঠি দিয়ে আঘাত করে আমাদের চিৎকারে মাঠের কর্মরত সাক্ষিরা ছুটে আসলে আসামীরা পালাইয়া যায় তখন সাক্ষীরা আমাদের উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্হ্য কমপ্লেক্স এ প্ররণ করে। এই নিয়ে আমি কোন প্রকার মামলা মোকদ্দমা করলে আসামীরা আমাকে খুন জখমের হুমকী দিচ্ছে আমি এর বিচার প্রার্থী।

উল্লেখ্য যে গত শুক্রবার মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের মাঝপাড়া গ্রামের তালতলা নামক মাঠে সরকারি বন্দোবস্তকৃত জমিতে জমির বর্গাচাষী ঈসরাফিল ও তার ছেলে মফিজুল জমিতে রোপন কৃত সিম ও পটল গাছে পানি দিতে গেলে মাঝপাড়া ও সোনাপুর গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি বন্দোবস্তকৃত জমি জোর পৃর্বক দখল করার উদ্যেশ্যে তাদের উপর হামলা করে রক্তাক্ত জখম করে।

পরে তাদের উদ্ধার মুজিবনগর স্বাস্হ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে আহত ঈসরাফিলের আঘাত গুরুতর হওয়ায় কর্তব্যরত ডাক্তার প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে এবং মফিজুলের মাথায় ৫টি সেলায় দিয়ে হাসপাতালে ভর্তিরাখা হয়।

সরকার হটানোর দিবাস্বপ্ন দেখছে কেউ কেউ : ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর সিনহা রাশেদের মর্মান্তিক ঘটনাকে ঘিরে কেউ কেউ দুই বাহিনীর মধ্যে উস্কানি দেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। জনগণ এবিষয়ে সচেতন রয়েছে বলেও জানান তিনি। এধরণের ঘটনাকে ইস্যু করে সরকার হটানোর মতো দিবাস্বপ্ন দেখছে কেউ কেউ।

তিনি আজ শুক্রবার সকালে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের খুলনা সড়ক জোন, বিআরটিএ ও বিআরটিসির কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে মতবিনিময় সভায় একথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, একটি অশুভ চক্র নানান ইস্যুতে গুজব রটনা ও অপপ্রচারে লিপ্ত। শেখ হাসিনা সরকারের শেকড় এদেশের মাটির অনেক গভীরে, গুজব রটিয়ে লাভ হবে না।

সিনহা হত্যা বিষয়ে সরকার অত্যন্ত আন্তরিক রয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যে আইনগত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনে তদন্ত কমিটি কাজ করছে। এঘটনায় ইতিমধ্যে অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। গুজব রটনা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার বন্ধে দেশ-বিদেশে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের।

এসময় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল দপ্তর ও সংস্থার কর্মরতদের উদ্দেশ্যে বলেন, পদোন্নতি, পদায়নের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার পাশাপাশি পারফরম্যান্স কেও মূল্যায়ন করা হবে। ভাল কাজ করলে পুরস্কৃত করা হবে এবং মন্দ কাজের জন্য তিরস্কারসহ চাকরিবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনার সংক্রমণ নতুন করে দেখা দিয়েছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, দেশে এ সপ্তাহে নমুনা পরীক্ষা বাড়ার সাথে সাথে সংক্রমণের হারও বেশি দেখা যাচ্ছে। তাই মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে কোন ধরনের শৈথিল্য দেখালে চলবে না।

□□□□□□- □□□□□-□□□□□□□□□